আনন্দবাজার পত্রিকা কলকাতা শুক্রবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

একগুচ্ছ পরিকল্পনার ঘোষণা জেভিয়ার্সের

নিজস্ব সংবাদদাতা

করোনাকালে এ রাজ্যে প্রথম অনলাইন পঠনপাঠন শুরু করেছিল সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়। এ বার অন্য কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দিকে অনলাইন পঠনপাঠনে বিনামূল্যে সাহায্যের হাত প্রসারিত করল তারা। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফেলিক্স রাজ।

রাজ্যের সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকের পরে বুধবারই শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, অনলাইন পঠনপাঠনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দক্ষ হয়ে উঠেছে। যারা পারছে না, তাদের অন্যেরা সাহায্য করছে। আর পরদিনই সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন, অনলাইন পঠনপাঠনে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য চাইলে তাঁরা তা করবেন। এ দিন উপাচার্য আরও জানান, রাজারহাটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের আশপাশের গ্রামগুলি থেকে কর্মহীনদের খুঁজে বার করে চাকরির জন্য তাঁদের ডিপ্লোমা কোর্স করানো হবে। তাঁর কথায়, "আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ওই সব গ্রামে পড়ুয়াদের পড়ায়। কত জন ওখানে কর্মহীন, এখন সেই সমীক্ষা চলছে। ওঁদের জন্য হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ইলেকট্রনিক্স এবং সেলাইয়ের মতো বিষয়ের ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হবে। পাশ করলে চাকরি দেওয়ার চেষ্টা করবে বিশ্ববিদ্যালয়।"

পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে সাইকোলজির পঠনপাঠন চালু হতে চলেছে। উপাচার্য জানান, মূলত দু'টি স্পেশ্যালাইজেশন থাকবে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এবং অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি। শুরু হবে স্কুল অব ফিলোজফি অ্যান্ড রিলিজিয়ন। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়ানো হবে এটি। হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ে স্পেশ্যালাইজেশন করা যাবে। এ ছাড়াও তিনশো জন ছাত্রী থাকার মতো দ্বিতীয় হস্টেল তৈরি হচ্ছে। আগামী শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন হতে চলেছে। যা কোভিড-বিধি মেনে অনলাইন এবং অফলাইনে (ব্লেন্ডেড মোড) হবে বলে উপাচার্য জানান। অনুষ্ঠানে থাকবেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়।